অন্তরঙ্গতায় শ্রীশ্রীমা

একদিন শয্যা হইতে উঠিলে পর নিয়তিদি শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, এই যে অনেকে ভগবানকে স্বামীরূপে পাবার জন্য সাধনা করে, তা ভগবানকে পতিরূপে পাবার জন্য তপস্যা করলেই কি পাওয়া যায়?

শ্রীশ্রীমা—একদল মহামূর্খ আছে, তারা ভগবানকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্যে সাধনার নাম করে ঢঙ করে আর ভণ্ডামি করে। ভগবানের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই যে নিজের ভগবতীকে পরিত্যাগ করে, নিজের ঘর সংসার ভেঙে আবার একটি নগণ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে!!! তা তুমিই বল না? এমন কোন ভগবানকে দেখেছো যাঁর স্ত্রী সত্তা নেই? নারায়ণের লক্ষ্মী আছে, শিবের দুর্গা আছে আর ব্রহ্মার সরস্বতী আছে। তুমি গোলোকে গেলে দেখবে যে কৃষ্ণের স্ত্রী রাধা আছে। অতএব কেউই তাঁদের অমন ভাল ভাল বৌকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে গ্রহণ করবে না। আর করবেই বা কেন?

নিয়তিদি ও শ্রীশ্রীমা

নিয়তিদি— তবে যে মীরাবাঈ, রাধা, এনাদের অন্য স্বামী থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণকে স্বামীভাবে আরাধনা করে লাভ করেছিলেন?

শ্রীশ্রীমা— মীরাবাঈ আর রাধা, গোদাম্বা, এঁরা কি তোমার মত জীবাত্মা বা স্ত্রীলোক ছিলেন বলে তুমি মনে করো?

নিয়তিদি— না, বলছিলাম যে মীরাবাঈ বা রাধারও তো জাগতিক একজন স্বামী ছিলেন, নয় কি?

শ্রীশ্রীমা— এই জন্যেই তো বলছি স্ত্রীলোকের কামনা-বাসনা এতই প্রবল যে স্বয়ং ভগবানকে প্রভু না ভেবে একেবারে ভগবানের কোলে উঠতে চাইছে! তাই ভগবানের পদাঘাতও খেতে হয়। আগে ভেবে দেখো মীরাবাঈ বা রাধা এঁরা কে ছিলেন? — এঁনারা তো সত্যিকারের বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী এবং গোলোকের রাধা ছিলেন। এঁনারা তো জগৎকে শিক্ষা দেবার জন্য ভগবানের সঙ্গী হয়ে এসেছিলেন। এঁনারা কি ভগবানকে পতিরূপে পাবার জন্যে সাধনা করেছিলেন? ভগবানই থাকতে না পেরে এঁদের কাছে এসে নিজের পরিচয় এবং ওঁদের পরিচয় জানিয়ে দেন। আসলে, সত্যি সত্যিই মীরা এবং রাধা ভগবানের স্ত্রী ছিল অর্থাৎ ভগবতী ছিল। এখন সাধারণ মূর্খনারী যদি অলীক কল্পনার দ্বারা ভগবানকে পতিরূপে পেতে চায় তাহলে কি সে তাঁকে লাভ করতে পারবে? সে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ হবে আর কি? দেখছ না, মুনিঋষিরাও তাঁদের সব permanent (চিরস্থায়ী নিত্যস্বরূপ) স্ত্রী নিয়ে পৃথিবীতে এসে সংসার-ধর্ম পালন করেন, নয়তো তাঁরাও তো পথভ্রষ্ট হয়ে যাবেন। শিবসত্তা ও শক্তিসত্তা বলে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে সৃষ্টির নিয়ম অনুযায়ী একটি নিত্য দিব্যের অনুশাসন রয়েছে। সেটি প্রত্যেককে মেনে চলতে হয়।

নিয়তিদি— তবে স্বামী-স্ত্রীর নিত্য সম্বন্ধ কি করে নির্বাচিত হবে?

শ্রীশ্রীমা— সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, আগে মায়া মুক্ত হয়ে তপস্যা এবং সাধনার দ্বারা শিবাবস্থা লাভ করতে হয়। তখন শিবসত্তা ও শক্তিসত্তার রহস্য সব জানতে পারে। তোমাদের যেমন, আগেই ভগবানের উপর লোভ করে বস্‌লি! একবার ভাবলি না যে ভগবানকে চাইলে ভগবতীর কি হবে? এই স্বার্থপরতার জন্যে ভগবানও গেল ক্ষেপে!!—

নিয়তিদি— তবে আমাদের কি করা উচিত?

শ্রীশ্রীমা— ভগবান-ভগবতীকে একসঙ্গে আরাধনা করা উচিত। তবে ভগবানও প্রসন্ন হন আর ভগবতীও প্রসন্ন হন। তবেই সত্যের সন্ধান মেলে। দেখো না, ভাগবতে আছে যে গোপীরা আগে কাত্যায়নীর আরাধনা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে পাবার জন্যে।

নিয়তিদি— ও হ্যাঁ, তাইতো!

(১৫ই মার্চ ২০০৬ সালের ঘটনা)

—মাতৃচরণাশ্রিতা সাধ্বী সংযুক্তানন্দময়ী

আগামী অনুষ্ঠান সূচী

দোল পূর্ণিমা ঃ- ১৯শে মার্চ, শনিবার
রাম নবমী ঃ- ১২ এপ্রিল, মঙ্গলবার
নববর্ষ ঃ- ১৫ এপ্রিল, শুক্রবার